সমকাল

তারিখ 17 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বরিশালে কোটি টাকার দরপত্র ভাগ করে নিল ছাত্রলীগ

■ বরিশাল ব্যুরো

বরিশালে এলজিইডির প্রায় কোটি টাকার দরপত্র ভাগাভাগি করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মহানগর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার ছিল দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। সাধারণ ঠিকাদাররা অভিযোগ করেন, মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে তার সহযোগীরা এলজিইডির বরিশাল দপ্তরে দিনভর অবস্থান করায় দরপত্র জমা দিতে পারেননি তারা।

এলজিইডি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর ও বাকেরগঞ্জ উপজেলার ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফার্নিচার সরবরাহের জন্য ৯৮ লাখ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয় গত ১০ মে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৩টি দরপত্র বিক্রি হয়। গতকাল ছিল দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কয়েকদিন থেকেই ওই কাজ বাগিয়ে নিতে তৎপরতা শুরু করে মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতির নেতৃত্বে একদল নেতাকর্মী। নগর সভাপতি জসিম উদ্দিনসহ তার ২০ থেকে ২৫ জন সহযোগী গতকাল সকাল থেকে এলজিইডি দপ্তরে যে কক্ষে দরপত্র জমা দেওয়ার বাক্স রাখা হয় তার সামনে অবস্থান নেয়। ফলে তাদের নির্ধারিত ঠিকাদার ছাড়া সাধারণ ঠিকাদাররা দরপত্র জমা দিতে পারেননি। এলজিইডি দপ্তর সূত্র আরও জানায়, ১৩টি দরপত্র বিক্রি হলেও গতকাল জমা পড়েছে মাত্র ৪টি। দানিয়াল নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী সাংবাদিকদের বলেন, ফার্নিচার সরবরাহ কাজ করার যোগ্যতা সকল ঠিকাদারের নেই। তাই অনেকে দরপত্র ক্রয় করলেও জমা দেননি। তিনিসহ মহানগর ছাত্রলীগের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

বরিশালে কোটি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সভাপতি দরপত্র জমা দিয়েছেন। মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি জসিম উদ্দিন অভিযোগ অস্বীকার করে সমকালকে বলেন, তিনি গতকাল সকালের দিকে বরিশাল নগরীতেই ছিলেন না। তাছাড়া দরপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে এমনও অভিযোগও তিনি শোনেননি।